সংবাদ

তারিখ 22 NOV 2015
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৬

নাটোরে ৬২ নৃতাত্ত্বিক পরিবারে আলোর মশাল জ্বেলেছে কৃষক স্কুল

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

ছায়া সুনিবিড় গ্রামে বাড়ির আঙ্গিনায় একটি স্কুল। গ্রামের পিছিয়ে পড়া নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর ৬২ পরিবারের সদস্যরা এই স্কুলের শিক্ষার্থী। স্কুলে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের স্থবির জীবন ধারায় গতি আসতে শুরু করেছে। গ্রামের এই স্কুল যেন আলোর মশাল।

নাটোর সদর উপজেলার হালসা ইউনিয়নের নবীন কৃষ্ণপুর গ্রামে নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর ৬২ পরিবারের বসতি। শিক্ষা আর আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া এসব পরিবারগুলো কোন রকম টিকে আছে। এসব পরিবারের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের লক্ষে এগিয়ে এসেছে নাটোর সদর উপজেলা কৃষি বিভাগ। গঠন করেছে কৃষক মাঠ স্কুল।

গ্রামের নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে হরিপদ পাহানের আর্থিক স্বচ্ছলতা রয়েছে। তিনি বাড়ির পেছনের জমিতে চাষ করেছেন বিনা-৭ জাতের আমন ধান। সামনের পুকুরে করছেন পরিকল্পিত মাছ চাষ। মাঠের জমি আর পুকুরের পাড় জুড়ে মাচায় রকমারী সবজির চাষ। এক পাশে শোভা বর্ধন করছে লতিরাজ কচুর গাছগুলো। মেহগিনি গাছকে অবলম্বন করে উঠে গেছে পেচতা আলু। বাড়ির একধারে গোয়াল ঘরের পাশেই জৈব সার তৈরির প্লান্ট। দেখে মনে হয় একটি মিনি খামার বাড়ি। হরিপদ পাহানের স্ত্রী বলেন, 'কৃষক স্কুলের প্রশিক্ষণ গ্রহণ আর কৃষি বিভাগের কর্মকর্তাদের পরামর্শে বাড়ির এই সুবিন্যস্ত অবস্থা'।

গৃহস্থালী কাজে অভ্যস্থ শেফালী আর শিতলী। স্কুলে অনেকগুলো প্রশিক্ষণের মধ্যে তাদের পছন্দের প্রশিক্ষণ ছিল বসতবাড়ির বাগান। বাড়ির পাশেই একখন্ড জমিতে এখন শীতকালীন সবজির চাষ করছেন তারা। উভয়ই বলেন, এই জমি আগে অব্যবহৃত পড়ে থাকত। স্কুলে প্রশিক্ষণ নিয়ে বীরেন পাহান ব্যস্ত হয়েছেন গরু মোটা তাজাকরণ কাজে।

স্কুলের সবচেয়ে সফল দিক সম্পর্কে স্কুলের ফ্যাসিলিটেটর সোহেল রানা বলেন, হাজল পদ্ধতিতে দেশীয় মুরগি পালন সবচেয়ে জনপ্রিয়তা পেয়েছে। আধুনিক এই পদ্ধতিতে রীনা পাহানের বাড়িতে মুরগির তিন তলা বাস স্থান আর ডিম থেকে বাচ্চা ফোটানোর আবাস-হাজল তৈরি করে দেয়া হয়েছিল। হাজল হচ্ছে, একই স্থানে খাবার ও পানি গ্রহণ করে মুরগির ডিমে নিরবচ্ছিন্ন তা দেয়ার পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে মুরগি বছরে ছয় বার ডিম দেয় ও ডিম থেকে বাচ্চা ফোটাতে পারে। রীনা পাহানের বাড়ির মুরগি পালনের এই মডেল অনুসরণ করে সকলেই হাজল পদ্ধতিতে এখন মুরগি পালন করছেন।

কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা শায়লা শারমীন বলেন, স্কুলের মাধ্যমে আমরা শিক্ষার্থীদের শিখিয়েছি বিষ মুক্ত পদ্ধতিতে সবজি ও ফল উৎপাদন, পতিত জমির ব্যবহার, আগাম ফসল উৎপাদন, আত্ম-নির্ভরশীল হওয়া ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি। নবীন কৃষ্ণপুর কৃষক মাঠ স্কুলের ৩৭টি প্রশিক্ষণ সেশন সম্প্রতি শেষ হয়েছে। এখন প্রশিক্ষিত কৃষকদের সমন্বয়ে আই.এম.এফ কৃষি ক্লাব গঠন করে সমবায় দপ্তরে নিবন্ধনের প্রক্রিয়া চলছে।

সদ্য গঠিত কৃষি ক্লাবের সভাপতি হরিপদ পাহান বলেন, কৃষক মাঠ স্কুল আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে। আমরা অনেক উপকৃত হয়েছি। কৃষি বিভাগের এই সহযোগিতা অব্যাহত রাখতে ক্লাব গঠন করা হয়েছে। স্কুল আর ক্লাবের স্বপ্নদ্রষ্টা হিসেবে কৃষি কর্মকর্তা ড. সাইফুল আলমের প্রতি হাজারো কৃতজ্ঞতা জানিয়ে হরিপদ পাহানের স্ত্রী শান্তি রানী পাহান বলেন, আমাদের এই পিছিয়ে পড়া জনপদে তিনি আলোর মশাল জ্বেলে দিয়েছেন।

নাটোর সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ড. সাইফুল আলম বলেন, সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা কম্পোনেন্ট প্রকল্পের আওতায় নবীন কৃষ্ণপুর কৃষক মাঠ স্কুল গঠন করা হয়েছিল। নীতিমালা অনুসারে ২৫টি পরিবারের ৫০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে স্কুল চলার কথা থাকলেও আমরা গ্রামের নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর ৬২ পরিবারকে প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে আসি। স্কুলের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত এসব কৃষকদের সমন্বয়ে গঠিত কৃষক ক্লাব নিবন্ধিত হয়ে কার্যক্রম শুরু করলে কৃষি বিভাগের প্রশিক্ষণ, আর্থিক অনুদান ও ভর্তুকি সহযোগিতার মাধ্যমে তারা আরো সমৃদ্ধ হতে পারবে। বাসস।